দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের সংকট ॥ লাইব্রেরীতে পড়ার জায়গা নেই

আইয়ুব হোসেন, খুলনা অফিস ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও লাইব্রেরী ভবনের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। 'ফলে সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম. মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় ৪টি একাডেমিক ও একটি ইনষ্টিটিউট ভবন নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে মাত্র দু'টি ভবন। প্রথম একাডেমিক ভবন নির্মিত হয় ১৯৯৪ সালে। ৪ তলা বিশিষ্ট, সাড়ে ৯ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই ভবনের একাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। এ ভবনে স্থাপত্য, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ইলেকট্রনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত ডিসিপ্লিনের ক্লাস হয়। এছাড়া দু'টি স্কুলের ডীন অফিসও এ ভবনে অবস্থিত। দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন নির্মিত হয় ১৯৯৮ সালে। একই আয়তনের দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনে রয়েছে এগ্রোটেকনোলজী, বায়োটেকনোলজী, অর্থনীতি, ইংরেজী, পরিবেশ বিজ্ঞান, ফিশারিজ এণ্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজী, ফরেষ্ট্রী এণ্ড উড

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৭ম পৃঃ পর)

টেকনোলজী, ফার্মাসী এবং সয়ে
সায়েন্স ডিসিপ্লিন। ল্যাঙ্গুয়ে
সেন্টার, ফিসারীজ রিসার্চ প্রক
অফিস। এসব ডিসিপ্লিনের অধি
কাংশই টেকনিক্যাল বিষয় হও
য়ায় ক্লাসরুমের পাশাপাশি ল্যা
সুবিধা অত্যাবশ্যক। কিন্তু স্পে
প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়া
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মারাত্ম
সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে
এক্ষেত্রে নতুন করে চালু ডিসিপ্লি
গুলোর অবস্থা আরো খারাপ। মা
২/৩টি রুমেই তাদের ক্লাসসহ অন্যা
কাজ কর্ম পরিচালনা করতে হচ্ছে
ফলে ব্যাহত হচ্ছে সুষ্ঠু শিক্ষা ও
গবেষণা কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ে
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী না থাকায় প্রথ
একাডেমিক ভবনের দোতলা
একপাশে অস্থায়ী ভিত্তিতে কা
চলছে। যেখানে একসাথে ২০/২
জন শিক্ষার্থীর বেশী বসার সুযোগ
নেই। লাইব্রেরীতে বর্তমানে শিক্ষক
দের লাইব্রেরী ওয়ার্ক করারও কো
পরিবেশ নেই। এদিকে খুলনা বিশ্ব
বিদ্যালয়ের ৮৯তম সিণ্ডিকেট সভা
একাডেমিক মহাপরিকল্পনা গৃহীত
হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনার অধী
পর্যায়ক্রমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা
খোলা হবে। এর মধ্যে পদার্থ
বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, সমাজ
বিজ্ঞান, ওশেনোগ্রাফি, গ্রন্থাগার তথ
বিজ্ঞান, ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, জন
স্বাস্থ্য ও রিমোর্ট সেন্সিং সেন্টার
উল্লেখযোগ্য। ফলে আগামীতে
ক্লাস রুমের সংকট আরো প্রকট
আকার ধারণ করবে। এ ব্যাপারে
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, একা
ডেমিক ও লাইব্রেরী ভবনের সংক-
টের বিষয়টি সিণ্ডিকেটের ৮৯ সভায়
আলোচিত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন
কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে একটি
বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।
এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর
নিকট ৩০ কোটি টাকার বিশেষ
প্রকল্পের সারপত্র (পিসিপি) পেশ
করা হয়েছে। এই বিশেষ প্রকল্পের
মধ্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন,
একাডেমিক ভবন, এবং একটি
আধুনিক হল কমপ্লেক্স রয়েছে।
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক
অনুমোদিত হলে শিক্ষার্থীদের
লাইব্রেরী ও ক্লাস রুমের সংকট
আর থাকবে না বলে কর্তৃপক্ষ আশা
করছেন।